পি.এ.ফিল্মসের হাসির মজার ছবি!
WBM
6240

পি, এ, ফিল্মস্-এর নিবেদন

তাহ'লে ?

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**গুরু বাগচী**

গীত-রচনা ও পরিচালনা—**সুধীন দাশগুপ্ত**

কাহিনী—**আশাপূর্ণা দেবী**

আলোকচিত্র-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস
আলোকচিত্রী : জ্যোতি লাহা
অনাদি বন্দোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণে : নৃপেন পাল
রূপসজ্জা : মনতোষ রায়
সঙ্গীত ও পুনঃশব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
দৃশ্য-অঙ্কনে : রামচন্দ্র সিন্ধে
সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়
সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
শিল্প-নির্দেশনা : কার্ত্তিক বসু
স্থিরচিত্র—এড্না লরেঞ্জ

সহযোগী পরিচালক : বুল্টু পালিত

সহকারিগণ

পরিচালনায় : রঞ্জন মজুমদার
সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়
আলোকচিত্রে : দুর্গা রাহা
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
শান্তি গুহ
রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী
সাজসজ্জায় : বরেন দত্ত
শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন
ব্যবস্থাপনায় : ভগীরথ চক্রবর্ত্তী
অনিল দে.
সঙ্গীত ও পুনঃশব্দযোজনায় :
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীতে : প্রশান্ত চৌধুরী

আলোক সম্পাতে : দুঃখারাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, রাম খিলান, মঙ্গল সিং বেণুধর, জগন ভকৎ।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত, আর, সি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

চরিত্র চিত্রণে

মলিনা দেবী, সন্ধ্যা রায়, রেণুকা রায়, চিত্রা মণ্ডল, গীতা দে, পাহাড়ী সান্যাল বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অমিত দে, অনুপকুমার, কালীপদ চক্রবর্ত্তী শীতল বন্দোপাধ্যায়, সোমনাথ মণ্ডল, অমর বিশ্বাস, রঘুনাথ কয়াল, হীরালাল কুণ্ডু দিলীপ ব্যানার্জ্জি, কমল মিত্র, রঞ্জন মজুমদার, অনাদি বন্দোপাধ্যায়, সমর কুমার সতু, কেষ্ট, প্রদীপ, শম্ভু বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ল্যাসি ও আরো অনেকে

কণ্ঠ সঙ্গীতে : শ্যামল মিত্র, সবিতা চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শ্রীমতী কানন দেবী, ডাঃ নন্দলাল পাল, শ্রীশঙ্কর সেন, ফিল্ম সার্ভিসেস্, চিত্রলেখ, ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার, রসা ইলেকট্রিক (ডাবু) মিলি ইলেকট্রিক, মুখরোচক।

প্রচার—ফণীন্দ্র পাল, প্রচার-শিল্পী—পূর্ণজ্যোতি

মিতালী ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ, পরিবেশিত

কাহিনী

শেয়ার মার্কেটের দৌলতে গজু মাষ্টার হয়েছেন, মিষ্টার গজানন সামন্ত। গজু থেকে গজানন হয়ে নিধন থেকে ধনী হয়ে তাঁর পুরাণো স্বভাবের সবটা পাল্টায়নি এখনও। ভুল করে মাঝে মাঝে বিড়ি ফোঁকেন আর হাফ্ প্যান্ট পরে নিজেকে ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ ভাবেন। আজও স্ত্রী মিসেস কেতকী সামন্তকে সবার সামনে তিনি 'কেতু' বলে ডেকে ফেলেন।

এদিকে কেতকী সামন্ত ক্ষেপেই আছেন দিবারাত্র। পয়সার সুখের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে হার্টের অসুখ। অসুখের ফলে বিছানায় আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর সেবায় রয়েছে একটি রাতদিনের নার্স।

অসুখ ছাড়াও তাঁর আর একট ভীষণ দুশ্চিন্তা আছে। বিছানায় শুয়ে সংসারের সব খবরই রাখেন তিনি। তাঁর মেয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে—পাড়ার ছেলেদের কাছে সে এখন একটি বিশেষ আকর্ষনীয় বস্তু।

এহেন আকর্ষনীয় মেয়েটির নাম ঝিলমিল সামন্ত। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে দু'জন ঝিলমিলের একটু বেশী কাছাকাছি এগিয়েছে, একজন পিকলু বিশ্বাস—বাপ-মা নেই অগাধ সম্পত্তির মালিক। আর একজন রাহুল রায়, বিদ্যে-বুদ্ধি আছে নম্র, বিনয়ী কিন্তু শুধু কেরানী। এদের একজন ঝিলমিলকে "ঝিল্" বলে ডাকে আর একজন ডাকে 'মিল্' বলে।

এদিকে পিকলু আর রাহুল পরস্পরের বন্ধু হয়েও, প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী। বান্ধবী পল্লবিনী পাকড়াশীকে ঝিলমিল জানায় দু'জনকেই তার ভাল লাগে, দুজনকেই তার চাই।

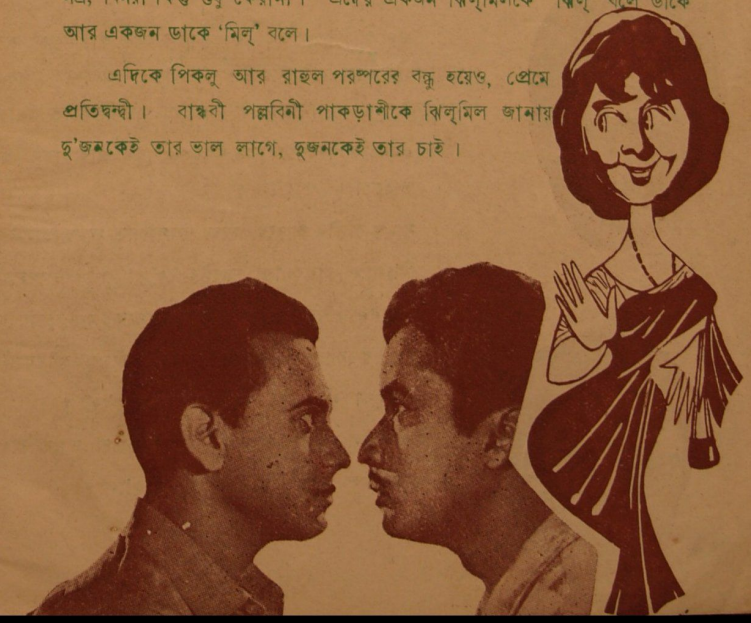

এই নিয়ে সমস্যা মেয়ের মা মিসেস্ কেতকী সামন্ত-র। রাহুলের ভদ্র ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ কিন্তু তার পয়সা নেই। পিকলুর পয়সা আছে কিন্তু তার মোটর-বাইক নিয়ে বেপরোয়া গতিতে ছুটে যাওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আর তার লম্ফ-ঝম্ফ তাঁর অসহ্য। পিকলুর এই লম্ফ-ঝম্ফের একটা বিশেষ কারণ আছে। সে কারণটি হ'ল মিসেস সামন্তর পেয়ারের বিরাট অ্যালসেসিয়ান 'জিঘাংসা'—মা'র আদরের নাম জিঘু। নেকড়ের মত এই প্রকাণ্ড কুকুরটাকে পিকলুর ভারী ভয়, তাকে দেখলে তার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ধ্বক্ করে ওঠে। চোখেমুখে দেখা দেয় আতঙ্ক। ঝিলমিলের প্রতি এত গভীর আকর্ষণও নিমেষে উবে যায়। আরও তীরবেগে মোটর বাইক্ ছুটিয়ে সে পালায়।

পিকলুর এই দুরন্তবেগে পালানো দেখে মজা পায় সামন্তনন্দিনী ঝিলমিল, আর বিছানায় বসে মোটর বাইকের প্রচণ্ড শব্দ শুনে ক্ষেপে ওঠেন ঝিলমিল-জননী কেতকী সামন্ত ওরফে কেতু।

মিসেস সামন্তর হার্টের অসুখের প্রধান কারণ হ'ল গজানন সামন্তর প্রত্যেকটি কাজ কথা ও আচার-আচরণে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। সংসারের এত বড় একটা সমস্যা নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আছে-বলে যেন তাঁর মনেই হয়না।

মিসেস্ সামন্ত নিরুপায় হয়ে আমন্ত্রণ জানান তাঁর ননদাই বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্রকে, যিনি বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টারী পড়েছিলেন। কিন্তু ফেল্ করে দেশে ফিরে এসে আর কিছু করা হ'য়ে ওঠেনি তাঁর। মিসেস সামন্তর আহ্বানে মিষ্টার বাহুবলীন্দ্র স্ত্রী শশীমুখী সমভিব্যহারে উপস্থিত হ'লেন সামন্ত-ভবনে। চুরুট টানতে টানতে সব শুনে পায়ের ওপর তো'লা পা'টা নাচাতে নাচাতে তিনি বললেন, এ আর এমন কি সমস্যা! বিয়ে দিয়ে দিন, দেখবেন ও সব প্রেম-ট্রেম একেবারে ভিজে কাঁথার মত ঢ্যাবঢ্যাবে হয়ে গেছে।

কিন্তু কা'র সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে! কে হ'বে উপযুক্ত পাত্র? মেয়ে যে দু'জনকেই চায়। মিসেস্ সামন্তরও যে দুজনকেই পছন্দ।

এদিকে পিকলু 'জিঘু'-কে এড়াবার জন্যে হাই-জাম্প অনুশীলন করে নিজের বাড়ীর ছাদে। ওদিকে রাহুল 'জিঘাংসা'-কে বশে রাখবার জন্যে বেশী করে টফি খাওয়ায়। অবশেষে পিকলু বাড়ীর পিছনের পাঁচ ফুট পাঁচিল টপকে দেখা করতে থাকে ঝিলমিলের সঙ্গে। সামনের গেট দিয়ে রাহুল টফি হাতে অনায়াসে প্রবেশ করে সামন্ত-বাড়ীতে—দেখা হয় ঝিলমিলের সঙ্গে।

এমন কি পরস্পরের বন্ধু হ'য়েও পিকলু আর রাহুল অবশেষে পিস্তল উঁচিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

তাইতো। তাহ'লে?

সামন্ত-বাড়ীর আদুরে মেয়ের অপরিণত মনের ভাল-লাগা নিয়ে কী ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হ'ল সবলের কাছে!

বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্র চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, তাহ'লে?

গজানন টেলিফোনের রিসিভার থেকে মুখ তুলে বলেন, তা'হলে?

হার্টের ব্যায়রামে কাতর কেতকী সামন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, তাহ'লে?

শশীমুখী মুখ ভার করে বলেন, তাহ'লে?

ঝিলমিল-বান্ধবী পল্লবিনী কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে, তাহ'লে?

ঝিলমিল নিজের মনে ভাবে, তাহ'লে?

গান ১

সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবো
যে দু'হাত বাড়িয়ে
আকাশকে ধরবো
মরি তো মরবো
ঝড়ে দেবো সব নাড়িয়ে ॥

হয়নি যে ভুল চিনতে তবু
তুমি আছো যে পাশে
এমনি ক'রেই আমার এ মন
তোমায় তো ভালবাসে।
হারাই যদি তোমাকে নিয়ে
যাবো যে হারিয়ে ॥

এই পথে চলেছি যে তাই
আনন্দে মন ভরিয়ে
চাইনা কিছু এমনি প্রেমে
রেখো শুধু জড়িয়ে ॥
আমি যে উদ্দাম আমি যে চঞ্চল
চাই না হতে বন্দী
পারবে না কেউ ধরতে আমায়
যতই করুক না ফন্দী।
তোমায় পেলে জীবনে
ছুটবো হাওয়াকে উড়িয়ে ॥

গান ২

এলোমেলো হাওয়ায়
হারিয়ে যেতে চায়
দুরন্ত এ হৃদয়
তোমার প্রেমের ধারায়।
এখন ছুটেছি তাই
এ প্রেম নিয়ে চলে
নিরুদ্দেশের পথে
তোমায় পাবো বলে।
ঝড়ের মত বেগে
কখন উঠি জেগে
আমি যে বেদুইন
অশান্ত এ তৃষায়।

তুমি কাছে এলে
আকাশ আমায় ডাকে
আমি ছাড়িয়ে যাই
মেঘের পাহারাকে।
আমার মনে নেই ভয়
সবই ক'রেছি জয়
তোমায় নিয়ে যাবো
উড়িয়ে সে ঝঞ্ঝায়।

গান ৩

সাতরঙা সেই পাখী এসেই
মন রাঙালো
তাইতো এতো ভাল লাগে
প্রেমে আকাশ হৃদয় জাগে—
ঘুমিয়ে ছিলাম আমিই যেন
সে ঘুম ভাঙালো।

মন যে আমার সবুজ হ'য়ে
পাখার রঙে মেশে
আসবে কবে জানি না যে
আছে সে কোন দেশে।
গোলাপ যেন তারই রঙে
বসন্ত সাজালো।

ডাক দিয়েছে অন্তরে তাই
যেতে যেতে যে হারিয়ে যাই
ঝর্ণা যেমন নদী হ'য়ে
সাগরেতে মেশে
তাইতো জানি আমিও তার
প্রেমেই যাবো ভেসে—
বাঁশী যেন তারই সুরে
এ সুর বাজালো।

সুচিত্রা
সেন
অভিনীত
চিত্র মন্দিরের
সন্ধ্যা
দীপের
শিখা
S. SQUARE
প্রযোজনা
দিলীপ মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
হরিদাস ভট্টাচার্য
সংগীত
পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
কাহিনীঃ তরুণ ভাদুড়ী
পরিবেশনা : মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ